জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

দ্বাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্রিকা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

নেট থেকে সংগৃহিত

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

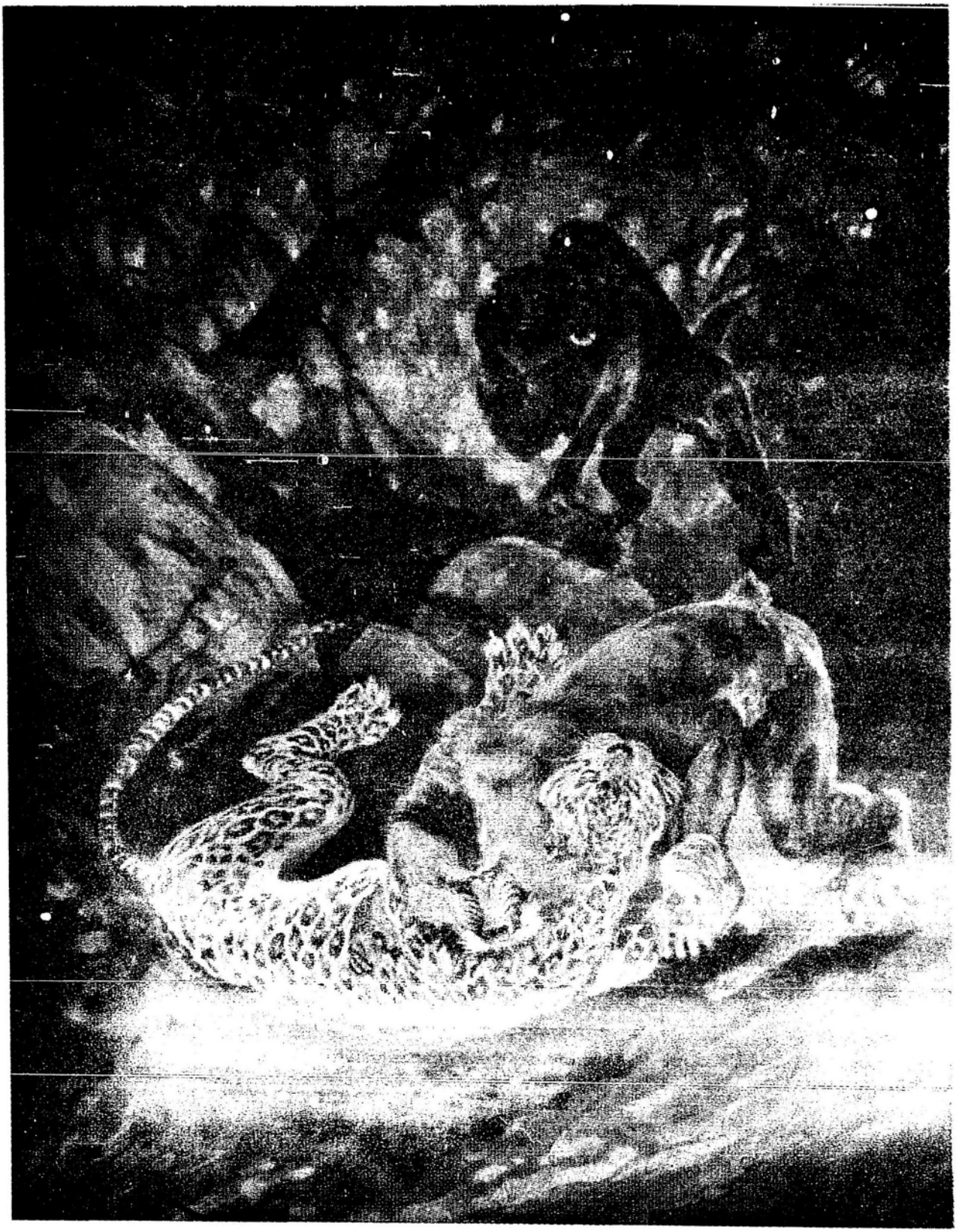

বাঘ বনাম বানর

আফ্রিকার ঘোর জঙ্গলে চিতাবাঘের সঙ্গে ম্যান্‌ড্রিল বানরের লড়াই লেগেছে।

ম্যান্‌ড্রিল [illegible]

দশ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ২য় সংখ্যা

সূয্যিমামার রাগ

ক্ষেপায় কেরে সূয্যিমামায় বৈশাখেরি মাসে ?
সৃষ্টি যে যায় শুকিয়ে রে তার আগুন-ঝরা শ্বাসে।
নিশ্বাসেরি বইছে ঝড়, টিক্‌বে কে তার তেজে ?
হয় তো দেবে গলিয়ে, না হয় এক্কেবারে ভেজে।
নদী নালা খাল বিল সবই হ'লো খালি,
রইল প'ড়ে কাদা-মাটি, নয় তো ধূ ধূ বালী।
পড়্‌ছে ঝরে গাছের পাতা, ভাঙ্‌ছে কত ডাল,
সবুজ ঘাসের মাঠ শুখিয়ে হয়ে গেল লাল।
শুধুই কেন সূয্যিমামার দোষটি দেখি ভাই,
জষ্টি মাসে আম যে পাকে তাও কি মনে নাই ?
জাম কাঁঠালও এই মাসেতে তৈরী হবে পেকে,
তাপ না পেলে রসাল ফল আস্‌বে কোথা থেকে ?
আবার দেখ, নদী নালার জল যা' গেল উড়ে,
মেঘের সাজে আকাশখানি রইল তারা জুড়ে।
সময় হ'লে ধরার বুকে নেমে ধারার সাজে,
আনে কত আশার বাণী চাষীর প্রাণের মাঝে।

ভেল্‌কি রাম

"মিউ—মিউ—মিয়্যাও"

"আঃ ফের চেঁচামেচি! বল্‌ছি, খুব ভাল—খেয়েই দেখ্‌না আগে!" এই বলে মিনু তার ঝুম্‌রী বেড়াল ছানাকে চিৎপাত করে, পা দিয়ে চেপে ধর্‌ল—তারপর এক হাতে তার মুখটা জোর করে হাঁ করিয়ে, অন্য হাতে খানিকটা তেঁতুলের আচার মুখের ভিতর ঠেসে দিল। মিনুর কাছে এই আচার যতই উপাদেয় হোক্‌না কেন, বেচারা ঝুম্‌রীর তাতে বমি এল—সে আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে প্রাণপণে আর্ত্তনাদ কর্‌তে লাগ্‌ল। ঝুম্‌রীর মা ধবলী এতক্ষণ কাতরভাবে ঘোরাঘুরি কর্‌ছিল, যেই মিনু ছানাটাকে লেজে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, অমনি সে তাকে মুখে করে নিয়ে দৌড়ে পালাল।

খানিক পরে মিনু ঘুরে এসে দেখ্‌ল, উম্‌রী-ঝুম্‌রী দুই বোনে মায়ের কোল ঘেঁসে আরামে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। অমনি তার আদর উথলে উঠ্‌ল—"ওমা, সোনামণি আমার, কি মিষ্টি! এস, এস, আমার কোলে এস" বলে দুহাতে তাদের চট্‌কাতে লাগ্‌ল। মিনুর মা বল্লেন, "কেন রাত দিন ওদের জ্বালাও বলতো?" মিনু ঠোঁট ফুলিয়ে বল্ল, "বা-রে-বাঃ আমি ত আদর কচ্ছি!" "কি আদরের ছিরি! তোমাকে অম্‌নি করে চট্‌কালে তোমার কেমন লাগে?"

"হাঁ, ভারি তো! চাইনা পঁচা বিড়ালছানা" বলে মুখটা হাঁড়ি করে মিনু সেখান থেকে উঠে গেল।

কিন্তু কতক্ষণ আর যাবে? উম্‌রী-ঝুম্‌রীকে ছাড়া কি আর তার দুদণ্ড চলে? একটু পরেই আবার "মিউ মিউ"র জ্বালায় অস্থির হয়ে মিনুর দাদা অজিত এসে দেখ্‌ল, উম্‌রীকে মিনু দু'পায়ে খাড়া করিয়ে নাচাচ্ছে, আর সে আপত্তি কর্‌তে গেলেই কাণ মলে দিচ্ছে। ঠাস্‌ করে এক চড় মেরে অজিত বল্ল, "বড় আহ্লাদ বেড়েছে, না? তোকে যদি কেউ অমন করে?" "বাঃ, ও আর আমি সমান হলাম নাকি?" "সমান নয় ত কি? তোর যেমন লাগে, ওরও তেমন লাগে না?" "তাই না আরো কিছু! দাঁড়াও না, মাকে বলে দিচ্ছি—আমাকে তুমি বেড়াল-ছানার সমান বলেছ।" "আচ্ছা বেশ, আমিও বলে দিব, তুই ওদের আবার জ্বালাতন কর্‌ছিলি।"

দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে, মিনি তার দিদির টেবল্‌ থেকে একখানা মোটা আর রঙ্গীন বই বেছে নিয়ে, বারান্দার এক কোণে নিয়ে দেখ্‌তে বস্‌ল। পাতা উল্টোতে উল্টোতে একটা বুড়োর ছবি বেরোল—বেঁটে বামন, তার পা পর্য্যন্ত লম্বা পাকা দাড়ি, লালমুখ, লাল পোষাক, লাল জুতো, মাথায় ঝুঁটিওয়ালা লাল টুপি—ভারি মজার হাসি-হাসি চেহারা। মিনুর বড্ড ভাল লাগ্‌ল, সে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে সেই ছবিখানার দিকেই চেয়ে রইল।

হঠাৎ তার মনে হল, বুড়োটা যেন তার দিকে চোখ টিপ্‌ল! সে তো ভয়ানক চম্‌কিয়ে উঠল! ভাব্‌ল নিশ্চয়ই তার চোখের ভুল হয়েছে কিন্তু আবার যখন বুড়ো চোখ বুজে, জিভ্‌ বের করে, তাকে মুখ ভেংচাল, তখন আর কোনো সন্দেহ রইল না। এবার বুড়ো ডান পা তুলে নাচ্‌ল, তারপর বাঁ পা তুলে নাচ্‌ল, শেষে নাচতে নাচ্‌তে বই থেকে বেরিয়ে, মিনুর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। মিনু অবাক হয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুমি কে?"

বুড়ো নেচে নেচে বল্ল,

"তাও জানো না? তাও জানো না?
আমি ভেল্‌কি রাম ভূতের ছানা।"
"ছানা আবার কি? তুমি তো বুড়ো?"
"বুড়ো বল্‌লে কোন্‌ আক্কেলে!
কি এসে যায় দাড়ি পাক্‌লে?
মনটি কচি কিংবা ঝুনা
তাই দেখে হয় বয়স গোণা,
তাও জানো না? তাও জানো না?"

"তা তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? কি চাও?"

"দেখাতে চাই ভেল্‌কি খেলা—
আঁটি সাঁটি নিজের বেলা,
পরের বেলায় বোঝ না যে?
পরের প্রাণেও দুঃখ বাজে।
কষ্ট যে পায় বেড়াল ছানা
তাও জানো না? তাও জানো না?"

নাচ্‌তে নাচ্‌তে বুড়ো মিনুর চারদিকে বন্‌ বন্‌ করে ঘুরতে লাগল—তাতে মিনুর কেমন মাথা ঘুরে গেল—ক্রমে তার হাত পা ঝিম মিঝ করে, শরীর অবশ হয়ে এল, চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, তার ভিতর বুড়ো যেন নাচ্‌তে নাচ্‌তে কোথায় মিলিয়ে গেল।

জ্ঞান হলে পরে মিনু দেখ্‌ল, ভেল্‌কি রামের ভেল্‌কির জোরে সে পুতুলটির মতন ছোট্ট হয়ে গিয়েছে—বারান্দার রেলিংটা তেতালার সমান উঁচু লাগ্‌ছে, রেলিংএর শিকগুলো থামের মতন মোটা লাগ্‌ছে, মুখ ধোবার ছোট চৌকিটা তক্ত-পোষের মতন বড় আর ঘটিটা জালার মতন দেখাচ্ছে!

ঘরের চৌকাঠটাকে পাঁচিলের মত করে টপ্‌কিয়ে ভিতরে এসে তার মাথা ঘুরে গেল—খাট পালঙ্‌ আলমারী সব কোথায় উঠে গেছে! চারিদিকের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিষের মধ্যে তার বড় ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল—কাছে একটা পুতুলের চেয়ার ছিল, তাতে ধপ্‌ করে বসে পড়ে, সে মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌তে বসে গেল, "এখন কি করা যায়?"

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠে দেখে—ওবাবা! প্রকাণ্ড একটা শাদা বাঘ! তার গলায় আবার পিতলের হাঁড়ির মত একটা ঘুঙ্গুর ঝুল্‌ছে! তারপর খেয়াল হ'ল "না, বাঘ তো নয়? এ যে ধব্‌লী!" ধব্‌লীর ডাক শুনে উম্‌রী ঝুম্‌রী লাফাতে লাফাতে এসে হাজির হল। যাদের লেজে ধরে, কাণে ধরে যেমন ইচ্ছা ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে, তাদের দেখেই এখন মিনুকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে হ'ল—উম্‌রী ঝুম্‌রীও তাকে তাড়া কর্‌ল। খানিক ছুটোছুটির পর উম্‌রী ক্যাঁক্‌ করে তার পায়ে কাম্‌ড়ে ধরে তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে চল্ল। মিনু চেঁচাতে লাগ্‌ল, তাই শুনে ঝুম্‌রী বল্ল, "ওমা, কি মিষ্টি ডাকে! দে না ভাই আমার কাছে?" উম্‌রী বল্ল, "ঈস্‌!! ধর্‌বো আমি, আর নেবেন উনি—কি আহ্লাদ!" তখন দুই বোনে কাড়াকাড়ি লেগে গেল—মিনুর ত প্রাণ যায়—এমন সময় ধবলী গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বল্ল, "ছি ছি বাছারা! অমন করে কি মানুষ ছানাটিকে কষ্ট দিতে আছে?"

"না মা, আমরা তো আদর কর্‌ছি।" "অমন করে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়ো না—ওতে মানুষছানাদের লাগে—মাঝখানে ধরে তোল।"

তখন উম্‌রী মিনুকে সোজা করে তুলে দু পায়ে চিপ্‌টে ধরে "সোণামণি, ধনমণি, যাদুমণি" বলে নাচাতে লাগ্‌ল, ঝুম্‌রী আদর করে তার গাল চেটে দিল—যে নরম

লাল টুক্‌কুকে জিভটি দেখ্‌বার লোভে মিনু জোর করে মুখ টিপে ঝুম্‌রীকে হাঁ করাত, তারই ঘষায় মিনুর কচি গালটি ঝামা-ঘষার মত হয়ে গেল—তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়্‌ল।

একটু পরে ধবলী বল্ল, "এসো বাছারা, খাবে এস"। ছানারা বল্ল, "মা, আমাদের পুতুলও কিন্তু খাবে—ও মা! কি সুন্দর নরম নরম ইঁদুর ছানা! খাও ত সোণামণি? কেমন মিষ্টি, খেয়ে দেখতো?" এই না বলে একটা মোটা সোটা মরা ইঁদুর নিয়ে মিনুর মুখের কাছে তুলে ধর্‌ল। মিনু রেগে কেঁদে বল্ল, "ছিঃ ও আমি কক্ষণো খাব না।" "খাবে না কি? খেতেই হবে" এই বলে উম্‌রী তাকে চেপে ধর্‌ল, আর ঝুম্‌রী জোর করে তার মুখের ভিতর ইঁদুরটা গুঁজে দিল।

"ওয়াক্! ওয়াক্! থুঃ থুঃ—খাবো না, খাবো না—ও মা, মা, শীগ্‌গির এসো মা——"

ভয়ানক ছট্‌ফট্ করে চেঁচিয়ে উঠেই মিনু অবাক্ হয়ে দেখ্‌ল, সে বারান্দায় মাদুরে শুয়ে আছে, অজিত তার মুখে একটা লজনচুষ গুঁজে দিচ্ছে, আর মা বল্‌ছেন, "অমন করে ঘুমন্ত মুখে কিছু দিতে হয় না—যদি হঠাৎ বিষম লেগে যেতো?"

অজিত হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল, "এমনি হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল, যে কিছু মুখে না দিয়ে পার্‌লামই না। কিন্তু মা, আমি তো আর মন্দ জিনিষ দিইনি, ও অমন কর্‌লো কেন বল তো?"

"বোধ হয় স্বপ্নে অন্য কিছু দেখেছিল, না মিনু?"

মিনু স্বপ্নের কথাটা বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ ছবির বুড়োর দিকে তার চোখ পড়ে গেল আর মনে হল, বুড়ো যেন আবার তাকে চোখ টিপ্‌ল—তাই সে থতমত খেয়ে চুপ করে রইল। তার মনে কেমন সন্দেহ হল—ভেল্‌কিরাম কি সত্যি, না স্বপ্ন?

স্বপ্নই হোক, আর সত্যিই হোক, ভেল্‌কিরামের ভেল্‌কির আশ্চর্য্য গুণে মিনু আর কোনোদিন উম্‌রী ঝুম্‌রীর উপরে এতটুকুও অত্যাচার করেনি।

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

বিষম কাণ্ড!

বুড়ো পড়ে "সন্দেশ" হয়ে এক মন,
গুঁড়ি গুঁড়ি চলে তার কচ্ছপ বাহন।
পিছু পিছু সাইকেল্ আসে পন্ পন্,
এই বুঝি লেগে যায় তেড়ে কলিশন্।
'বড় মজা সন্দেশে' বুড়ো ভাবে তাই,
পিছেওয়ালা বলে, "দাঁড়া মজাটা দেখাই"!
লেগে গেল টক্কর, সাইকেল্ চূর,
ছিট্‌কায়ে পিছেওয়ালা পড়ে বহুদূর।
বুড়ো ভায়া সন্দেশে মজে আছে, তাই
এত সব কাণ্ডেতে কোন হুঁস্ নাই।

বিষম কাণ্ড!

কুকুরের জন্ম

(উপকথা)

ঈশ্বর সপ্তম স্বর্গে বাস করেন এবং সেখান হইতে তিনি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গের সাতটা ভাগ, মর্ত্ত্যেরও সাত ভাগ। মর্ত্ত্যলোকে দানব দৈত্যের বাস। স্বর্গলোকে পরী কিনা সাধু আত্মারা থাকেন, পৃথিবীতে থাকে ভূত, প্রেত, শয়তান—অর্থাৎ দুষ্ট আত্মাসকল। স্বর্গের আলোকের সঙ্গে পৃথিবীর অন্ধকারের চির কলহ—অর্থাৎ পরীদিগের সঙ্গে দানবগণের ঝগড়া বিবাদ লাগিয়াই আছে।

পরীগণ পৃথিবীর অনেক উঁচুতে স্বর্গ-লোকে উড়িয়া বেড়ায়, দানবেরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে পাতালের গভীর অন্ধকারে বাস করে। স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র পর্ব্বত প্রভৃতি অনেক পর্ব্বত স্বর্গের রাস্তা জুড়িয়া পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেবল মাত্র সাধু-আত্মারাই তাম্রপর্ব্বত পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে। তাম্রপর্ব্বতের পরেই রৌপ্য এবং স্বর্ণ-পর্ব্বতে যাইবার পথ আরম্ভ হইয়াছে।

স্বর্গের উজ্জ্বল আলোকে দুষ্ট আত্মা দানবদের চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়। কেন না, পাতালপুরীর অন্ধকারে তাহাদের থাকিয়া অভ্যাস। এই পাতাল-পুরীতে যাইবার পথ থাকে ঝরণার উৎপত্তি স্থানে। সেখানে স্বর্গের, সাদা এবং কাল মেষ সকল চরিতে আসে। দানবেরা কাল ভেড়ার পিঠে চড়িয়া মাঝে মাঝে স্বর্গে যায়, আবার সাদা ভেড়ায় চড়িয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসে।

পরী এবং দানব উভয়ই ক্ষমতাশালী। পৃথিবীর প্রথম মানুষটিকে যখন ভগবান সৃষ্টি করেন, তখন পরী দানব দুই-ই উপস্থিত থাকিয়া ভগবানের সেই কাজ দেখিয়াছিল। মানুষ সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ তাহাকে পৃথিবীতে বাস করিতে বলিলেন। প্রথম

মানুষ যখন পৃথিবীতে বাস করিতে আসিল, তখন পরীরা খুবই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু সকলের মাতব্বর দানবটির পেটে হিংসা আর ধরে না! তখন হইতে সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া এই মানুষের ভিতরে পাপ ঢুকাইয়া দিয়া, ভগবানের সৃষ্টি পণ্ড করিয়া দিবে।

মানুষ বেচারি দুষ্ট দানবের ফন্দি বুঝিতেই পারিল না, সুতরাং সে আর সতর্ক হইবে কি? একদিন দুষ্ট দানব করিল কি, তাহার কলুষিত থুথু বেচারী মানুষের পেটের উপর ফেলিল। দানবের দুষ্কার্য্য বুঝিতে পারিয়া, ভগবান্ তখনই মানুষের সেই থুথু মাখান অপবিত্র স্থানটা, খানিকটা মাংস শুদ্ধ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

এই অপবিত্র মাংসের টুক্‌রাটুকু মাটিতে পড়িবামাত্র, তাহা হইতে একটা জন্তুর সৃষ্টি হইল—সেটাই হইল কুকুর। মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইদানবের কলুষিত থুথু এবং মানুষের মাংস হইতে এইরূপে কুকুরের জন্ম হইল। কুকুর অতিশয় প্রভু ভক্ত এবং বিশ্বাসী—এই গুণ সে মানুষের নিকট হইতে পাইয়াছে। আর তাহার হিংস্র প্রকৃতিটি সে পাইয়াছে দানবের নিকট হইতে।

কুকুরের জন্ম সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা লিখিলাম, সে সব উপকথা। মানুষে কুকুরে বন্ধুতা এত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, যে, কুকুরের জন্মের ঘটনা এখন একটা রহস্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বভাবতঃই মনে হয়, আমাদের কুকুর গুলির আদিপুরুষ বুঝিবা বুনো কুকুর হইতে জান্মিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিত লোকেরা বলেন ঠিক্ ইহার উল্টা—তাঁহাদের মতে পোষা কুকুরই কোন কোনটা বনে পলায়ন করায়, ক্রমে বন্য কুকুরের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, গৃহপালিত কুকুরের আদিপুরুষ সম্ভবতঃ শিয়াল নেক্‌ড়ে বাঘ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন। কথাটা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না—এমন বুদ্ধিমান্ গুণী কুকুর, তার পূর্ব্বপুরুষ কি নেক্‌ড়ের ন্যায় ভীষণ হিংস্র জন্তু হইতে পারে!! কিন্তু এই বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেরা কথাটা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন।

যাদুঘরে শিয়াল, কুকুর, নেক্‌ড়ে প্রভৃতির কঙ্কাল দেখিলে, কিছুতেই বুঝা যায় না কোনটা কোন জন্তুর কঙ্কাল—অবশ্য টিকিটে ভিন্ন ভিন্ন নাম পড়িয়া তবে বুঝিতে পারা যায়। ঘুমাইবার সময় কুকুর দুই তিনবার ঘুরপাক খাইয়া, সে তাহার স্থানটিতে শয়ন করে। এই ব্যাপার দেখিয়া হয় ত তোমরা কখন অবাক হইয়াছ। কিন্তু মনে রাখিও—কুকুরের জ্ঞাতি ভাই শিয়াল, নেকড়ে বনের মধ্যে

গুহা-গহ্বরে শুইবার পূর্ব্বে, হুবহু এইরূপই ঘুরপাক খাইয়া থাকে। শিয়াল, নেক্‌ড়ে ইহারা সবই কুকুর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—কুকুরের আদিপুরুষেরা ত ভীষণ হিংস্র বন্য জন্তু, তাহাদিগকে প্রথম পোষ মানান হইল কেমন করিয়া? ইহার উত্তরে, আমাদিগকে কল্পনার চক্ষে সেই বহু বহু পুরাতন আদিকালের অবস্থায় চলিয়া যাইতে হইবে। পৃথিবীর সেই বহু প্রাচীন ইতিহাস; যাহা ক্রমে ক্রমে মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া যাইতেছে, সেই পুরাতন কথা সমস্ত আলোচনা করিতে হইবে।

অতি প্রাচীন কালে মানুষ চাষ বাসের কাজ করিত না, শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। বনের অনেক হিংস্র জন্তুও মাংসাসী, সুতরাং মানুষের সঙ্গে তাহাদের ঝগড়া বিবাদ লাগিয়াই ছিল। নেক্‌ড়ে প্রভৃতি কুকুর শ্রেণীর জন্তুও এই মাংসাসী বন্য জন্তুর দলভুক্ত। শিয়াল ছাড়া, নেক্‌ড়ে প্রভৃতি অন্য সব জন্তু ক্ষুধার তাড়নায় দলবদ্ধ হইয়া শিকার করে এবং দলবদ্ধ হইবার দরুণ তাহাদের সাহস বাড়িয়া যায়। তখন তাহারা তাহাদিগের চাইতে বড় এবং বলবান্ জন্তুকেও আক্রমণ করিতে ভয় পায় না। মানুষ অবশ্য বড় জন্তু নয়, তবু নেক্‌ড়ে দেখিল—এই ক্ষুদ্র মানুষই একটা নেক্‌ড়েকে পাইলে সহজেই সেটাকে কাবু করে, কিন্তু দলবদ্ধ নেক্‌ড়ের হাতে অনেক মানুষই মারা যায়। এখনও রুশিয়া, এশিয়া প্রভৃতি দেশে মারা যাইতেছে।

মানুষের বুদ্ধি অনেক বেশী, সুতরাং, ক্রমে তাহারা পাথর ও কাঠের সাহায্যে বল্লম গদা প্রভৃতি অস্ত্র বানাইতে শিখিল। তখন দূরে থাকিয়াই পাথর ছুড়িয়া, গদা বল্লম ছুড়িয়া তাহারা শত্রু নিপাত করিত। ক্রমে মানুষ দেখিল, যে, যে সব জন্তু ঘাস ও পাতালতা খায়, তাঁহাদের মাংস বেশী সুখাদ্য। তখন খাদ্যের জন্য তাহারা শুধু এই সকল জন্তুই শিকার করিত। এদিকে আবার ঘাসপাতা-ভোজী জন্তুগুলি কুকুর-শ্রেণীর জন্তুরও প্রিয় খাদ্য। মানুষ হরিণ প্রভৃতি বড় জন্তু শিকার করিলে, সেটার অনেক হাড় মাংস ফেলিয়া দিত এবং তাহাই শিয়াল নেক্‌ড়ে প্রভৃতির খাদ্য হইত। এমন কি, মানুষ তাহার ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য যে মাংস সঞ্চয় করিয়া রাখিত, তাহাও অনেক সময় শিয়াল নেক্‌ড়ে চুরি করিয়া খাইয়াছে।

নেক্‌ড়ের মত মানুষও ক্রমে দলবদ্ধ হইতে শিখিল। শিয়াল নেক্‌ড়ের উৎপাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া গেলে, দলবদ্ধ মানুষ সেগুলিকে তাড়া করিয়া, তাহাদের গর্ত্তে গিয়া

উপস্থিত হইত এবং কতক বধ করিত আবার কতগুলিকে আশ্রয়-স্থান হইতে তাড়াইয়া দিত। এইসব জন্তুর মধ্যে অবশ্য তাহাদের ছানারাও থাকিত। হয় ত বা, এই সকল ছানা দুই একটা ধরিয়া গহ্বর-বাসী মানুষ তাহার বাড়ীতে আনিয়াছিল—কারণ, ধাড়ি নেক্‌ড়ের মাংস অখাদ্য হইলেও ছানা নেক্‌ড়ের মাংস হয় ত সুখাদ্য হইতে পারে।

গহ্বর-বাসী মানুষদের বাড়ীতেও শিশু সন্তান ছিল। তাহারা নেক্‌ড়েছানা দেখিয়া মহা খুসী, আব্‌দার করিয়া সেগুলিকে পিতামাতার নিকট হইতে চাহিয়া লইল—তাহাদের সঙ্গে খেলা করিবে বলিয়া। শিশুদিগের প্রকৃতি এইরূপ, যে, তাহারা খেলার সঙ্গীকে নিজের খাদ্য বাঁটিয়া দেয়। কুকুরছানার প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে, ক্রমে সেগুলি কেমন বাধ্য হইতে থাকে তাহা সকলেই জান। এই সকল নেক্‌ড়ে এবং শিয়াল ছানারাও ক্রমে গহ্বর-বাসী শিশুদিগের এমনই ভক্ত হইয়া পড়িল, যে, বড় হইয়া তাহাদিগকে শিকারের সময় সাহায্য করিতে লাগিল। মানুষের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া, ক্রমে তাহাদের বুনো হিংস্র স্বভাবের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

বড়রা যখন দেখিল এই জন্তুগুলি খুব কাজের, তখন তাহারা আরো ছানা ধরিয়া আনিল। ক্রমে এই সব জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া, একটা আলাদা জন্তু-পরিবার সৃষ্ট হইল। এইরূপে ক্রমে মানুষ এবং কুকুরের মধ্যে খুব বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। কুকুর মানুষের শিকারে সাহায্য করে; মানুষ শিকার বধ করিয়া কুকুরকে খাইতে দেয়, আর, যাহাতে আহারের পর সে আরামে ঘুমাইতে পারে, তাহারও সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিতে ত্রুটি করে না।

মানুষ কুকুরে বন্ধুতা এখনও বর্ত্তমান আছে, বরং দিন দিনই উহা ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন আর মানুষকে বনের জন্তু মারিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় না বটে কিন্তু তবু কুকুর তাহাকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়া থাকে। পাহাড় পর্ব্বতের উপত্যকায়, বন জঙ্গলে, মেষ-পালকেরা (Shepherd) তাহাদিগের প্রকাণ্ড মেষের দল ছাড়িয়া দেয়, চরিবার জন্য। তাহার সঙ্গে একটি কুকুর থাকে—তাহাকে বলে সীপ্‌ডগ্ (Sheep-dog)। এই কুকুর একান্ত প্রভুভক্ত। মেষপাল চরিতে থাকে, সীপ্‌ডগ্ সেগুলিকে পাহারা দেয়। এই কাজে সে তাহার প্রভুর চাইতেও ওস্তাদ—ভেড়াগুলিকে প্রভু যেমন চিনেন, কুকুর তার চাইতেও

মৃত-প্রভুর জন্য শোক

প্রভুর কবরের পাশে

বেশী চিনে। বাস্তবিক এই সীপ্‌ডগ্‌ না থাকিলে মেষ-পালককে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে। হইত প্রকাণ্ড দলটিকে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আনিবার কালে, কত ভেড়া য খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু সীপ্‌ডগ্‌ এমনি নিপুণ,

একটি ভেড়াও হারাইবার যো নাই। এই সীপ্‌ডগের মত প্রভুভক্ত কুকুর খুব ই আছে। ছবি তিনটিতে দেখ—প্রভুর মৃত্যুর পর কুকুরগুলি প্রভুর জন্য মন দুঃখ করিতেছে।

সীপ্‌ডগের বিশ্বস্ততার সম্বন্ধে কত যে ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্ত লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সুতরাং এইখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

"ঝালাপালা"

(২)

দ্বিতীয় দৃশ্য—জমীদার গৃহ

(খেঁটুরাম ও দুলিরাম)

দু—এত কাণ্ডকারখানা করা গেল, এখন ভাল রকম দু একটা ওস্তাদ আসে তবে মজ্‌লিস্‌টা জমে।

খেঁ—হ্যাঁ! বেশ তালে আছি দাদা,—ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, খাও দাও আর ফূর্ত্তি কর—

দু—হ্যাঁ হ্যাঁ—যে রকম ঘী দুধ চর্ব্ব্য চোষ্য চল্‌ছে—আর কটা দিন যেতে দাও না আর চিন্‌বার যো থাক্‌বে না।

(কেবলচাঁদের প্রবেশ)

কেবল—আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মজ্‌লিসে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

খেঁটু ও দুলি—(পরস্পরের প্রতি) এ কে রে?

কেবল—সিকি! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

খেঁ—কোন জন্মে নামও শুনিনি—

দু—চোদ্দ পুরুষে কেউ চেনে না—

কে—হ্যাঁ,—তা আপনারা গোপীকেষ্ট বাবুকে চেনেন ত?

খেঁটু ও দুলি—গোপীকেষ্ট; হ্যাঁ—নাম শুনেছি—বোধ হচ্ছে।

কে—আমি গোপীকেষ্টবাবুর বাড়ীওয়ালার—খুড়শ্বশুরের জামাইয়ের পিস্‌তুতো ভাই।

দুলি—তাই নাকি!!

খেঁটু—সে কথা বল্‌তে হয়—আস্‌তে আজ্ঞে হো'ক্ মশাই।

দুলি—বস্‌তে আজ্ঞে হো'ক্ মশাই—

খেঁটু—কি নামটা বল্লেন আপনার?

কেবল—কেবলচাঁদ।

দুলি—কি বল্লে? বক্কেশ্বর? তা বেশ, বকাদাদা, আজ তোমার গান শোনা যাবে!

কেবল—তা বেশ! কি বলেন? গানটা আরম্ভ কর্‌লে হয় না?

খেঁ—না, না! এখনই কি দরকার? সবাই আসুক আগে—

কে—এই, সুরটুরগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

দু—আরে মশাই! আমাদের কাছে 'গা'ও যা 'ধা' ও তাই—সবই সমান।

কেবল—হ্যাঁ—গানগুলোর কি মুস্কিল জানেন? ওগুলো আমার স্বরচিত কিনা—তাই, গাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ কচ্ছি।

খেঁ—তা নাই বা গাইলে—অন্য কিছু গাও না—

কে—আ মোলো যা! এরা আমায় গাইতে দেবে না দেখ্‌ছি, আমার ভাল ভাল গানগুলো—

(কেষ্টা ও ঘটিরামের প্রবেশ)

ঘটি—আমরা গান শুন্‌তে এলুম।

কেষ্টা—কৈ রে লোকজন সব কৈ? গাইবে কে? আপনি বুঝি?

কেবল—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা এঁরা যখন নেহাৎ পেড়াপীড়ি কচ্ছেন তখন না গাইলে সেটা ভয়ঙ্কর খারাপ দেখাবে।

(গুণ গুণ করিতে করিতে সহসা সপ্তমে চীৎকার)

খেঁ—রক্ষে কর, দাদা, এ অত্যাচার কেন ?

হু—মশাই, এটা Deaf & Dumb ইস্কুল নয়—আমাদের কাণগুলো বেশ তাজা আছে।

ক—আজ্ঞে, সুরটো ঠিক আন্দাজ পাইনি—একটু চড়ে গিয়েছিল—না ?

—একটু ব'লে একটু ?

খেঁ—রীতিমত তেড়ে এসেছিল।

কবলচাঁদ—আচ্ছা, একটু নামিয়ে ধরি—

(সঙ্গীত) আহা, পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনুরে ?
কোথায় ভীষ্ম কোথা দ্রোণ কোথা কর্ণ ভীমার্জ্জুন
কোথায় গেলেন যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় বা সে মনুরে ?
মাটির সঙ্গে মিশ্‌ছে সবি কেঁচোর মত খাচ্ছে খাবি।
কেবল আপিস্ খাটি ক'চ্ছে মাটি নধরপুষ্ট তনু রে—
ব্রাহ্মণের সে তেজ নেই—হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মণের সে (মাথা চুলকান)

ঝুলি—শিং নাই আর লেজ নাই—

কেবল—হ্যাঁ হ্যাঁ—ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই খাদ্যাখাদ্য ভেদ নাই
মনের দুঃখ কারে বলি মোরা কি হনু রে—
আহা পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে।

খেঁটু—দাঁড়ান একটু সাম্‌লে নি—অত করুণ রস কর্‌বেন না।

(খেঁটু ও ঝুলি ক্রন্দনোন্মুখ—কেষ্টা ও ঘটিরামের উচ্চহাস্য)

খেঁটু—তবে রে ছোক্‌রা ! তোরা হাস্‌ছিস্ কেন ?

ঘটি—বাঃ ! হাসি পেলে হাস্‌ব না ?

ঝুলি—হাসি পাবে কেন ? এখানে হাস্‌বার কি হ'ল ?

খেঁটু—ছ্যাব্‌লামি পেয়েছিস্ ? কথা নেই বার্ত্তা নেই—হ্যাঃ হ্যাঃ !

ঘটি—কিরে কেষ্টা, হাসি পেলে হাস্‌ব না ?

কেষ্টা—এই রে, পণ্ডিত মশাই আস্‌ছে—

ঘটি ও কেষ্টা—এই রেঃ, এই রেঃ, এই রেঃ, পণ্ডিত মশাই আস্‌ছে—মাটিং চকার—তোর র্যাপারটা দে ত। (ঘটি ও কেষ্টার র্যাপার মুড়ি হইয়া উপবেশন)

(পণ্ডিতের প্রবেশ)

পণ্ডিত—ভাল, ভাল! তোমরা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিতে পার না? নিত্যিনিত্যি জমীদার মশাইকে বিরক্ত করাটা কি ভাল দেখায়?—ইকী! ক্যাব্‌লাটা এখানে এয়েছে কি কর্‌তে?—(ঢুলি ও খেঁটুর প্রতি) আমোলো যা! তোমাদের যত রাজ্যের ইয়ার বক্সী সব বুঝি জোটাচ্ছ একে একে?

কেবল—দেখ্‌লেন মশায়? আমাকে অপমান কল্লে! আমায় ইয়ার বক্সী বল্লে, অমন ক'ল্লে কিন্তু আমি গাইব না।

পণ্ডিত—তা নাই বা গাইলে—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? যা না গান! গানের ধমকে আমাদের পর্য্যন্ত পিলে চম্‌কে ওঠে—তা, অন্যে পরে কা কথা!

(ছাতা ও বিশাল পুঁটুলি লইয়া রামকানাইয়ের প্রবেশ)

রামা—(ঘটি ও কেষ্টার প্রতি) আপনাদের কি হ'য়েছে? অমন ক'রে ব'সে আছেন যে? কাশী? জ্বর? ন্যাড়া মাথা? ঠাণ্ডা লাগ্‌বে ব'লে?

পণ্ডিত—(ঘটি ও কেষ্টার প্রতি) কি হে, এখানে এসে হাজির হ'য়েছ? আচ্ছা বেরিয়ে নেও তারপর—(পণ্ডিতস্কন্ধে রামাকর্ত্তৃক পুঁটলি স্থাপন) তুমি কি রকম মানুষ হে?

রামা—কেন? বেশ দিব্যি মানুষটি।

পণ্ডিত—বলি চোখ দিয়ে দেখ্‌তে পাও না কি?

রামা—চোখ্‌ দিয়ে দেখ্‌তে পাই না ত কি কাণ দিয়ে দেখ্‌তে পাই?

পণ্ডিত—না হে, তুমি বড় বাচাল—শাস্ত্রে বলেছে——

রামা—না—শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে কিচ্ছু বলেনি——

পণ্ডিত—আহা, বলি, তোমায় ত কেউ এখেনে ডাকেনি?

রামা—ডাক্‌বে আবার কি? এ কি নীলেমের মাল পেয়েছ যে ডাকাডাকি কর্‌বে?

পণ্ডিত—হ্যাঁ, তবে অমন ক'রে বসে থাক্‌লে ত ভাল দেখায় না।

রামা—ভাল দেখায় না কি হে? তোমাকে যে অশথগাছের মাম্‌দো ভূতের মত দেখা যায়, সে বেলা কি?

পণ্ডিত—আহা, বলি, যদি কিছু বল্‌বার থাকে, তা ঝট্‌পট্‌ ব'লে বাড়ী যাও না কেন?

রামা—হ্যাঁ, তাহ'লে তুমিও আমার পুঁটলিটা সরাবার সুবিধা পাও।

পণ্ডিত—কি আপদ! বলি পুঁটলিটা রেখে যেতে ব'ল্লে কে? নিয়েই যাও না কেন?

রামা—মুটের পয়সা দিবে কে?

পণ্ডিত—হাঁঃ—মুটের পয়সা দিবে কে? মুটের পয়সা দিবে!—

রামা—উঃ! দূৎ! তোমার ময়লা চাদরটা আমার নাকের কাছে নেড়ো না।

(জমীদারের প্রবেশ)

খেঁটু—সর সর, জমীদার মশাই আস্‌ছেন।

দুলি—হ্যাঁ হ্যাঁ সর্ সর।

জমীদার—কি রে! রামা কখন এলি? বেশ, বেশ, ভাল আছিস্ ত?

রামা—(প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে এই মাত্র আস্‌ছি—

পণ্ডিত—আপনার এই লোকটা ভারি উদ্ধতস্বভাব—কথা বলে যেন তেড়ে মার্‌তে আসে।

জমী—ওরে রামা! বাবুদের কিছু বলিস্ টলিস্‌নে।

রামা—যে আজ্ঞে।

জমী—ও আমার বহুকেলে পুরোনো চাকর কিনা,—কারুর কথা টথা বড় শোনে না। তবে লোকটা ভাল—দেশে গিছিল, আজ বহুকাল পরে এল।

খেঁটু ও দুলি—ইনি হ'চ্ছেন কেবলচাঁদ ওস্তাদ—মস্ত গাইয়ে।

খেঁটু—আশ্চর্য্য! যত ওস্তাদ এসেছিল ওঁর চেহারা দেখেই দে চম্পট।

দুলি—তা হবে না? এঁরই গান শুনে আমাদের নবাব সাহেব মূর্চ্ছো গেছিলেন, এঁরই গান শুন্‌বার জন্য কিষণবাবু তেতাল্লিশ মাইল পথ হেঁটে গেছিলেন—

খেঁটু—এঁকে সভায় রাখ্‌তে কত রাজা বাদ্‌সা হদ্দ হ'ল।

দুলি—কত টাকা কড়ির শ্রাদ্ধ হ'ল।

খেঁটু—কত ওস্তাদ গাইয়ে জব্দ হ'ল।

পণ্ডিত—ওহে, বেশী বাড়িয়ে কাজ কি? আমাদের ন্যায় শাস্ত্রে বলেছে—অল-মতিবিস্তারেন—বেশী বাড়াতে নেই।

খেঁটু—আমি অনেক হাঙ্গামা ক'রে তবে ওঁকে এনেছি।

দুলি—তুই এনেছিস্?? দেখ্‌লেন মশাইরা, কাজ কর্‌ব আমি, আর বাহাদুরী নেবেন উনি!

খেঁটু—খবরদার।

ছুলি—চোপ্‌রও।

খেঁটু—ফের।

পণ্ডিত—সমাশ্বসীহি! সমাশ্বসীহি, জমীদার মশায়ের সাম্‌নে এমন গর্হিত আচরণ কর্‌তে নেই। আহা! সঙ্গীতশাস্ত্ররসানভিজ্ঞ, সঙ্গীত আর ন্যায় শাস্ত্র বুঝ্‌লেন কিনা—অতি উপাদেয় জিনিষ। আমাদের ন্যায় শাস্ত্রে বলেছে—অভূততদ্ভাবে চ্বী সে এক অত্যদ্ভুদ্ ব্যাপার—

জমী—তাহ'লে গান আরম্ভ হোক্—ওস্তাদজী আপনি মাঝে মাঝে আমাদের গানটান শোনাবেন্—

কেবল—হ্যাঁ, তা, শোনাব বৈকি—অবিশ্যি এর দরুণ আমার সব কাজ কর্ম্মের বড্ড ভয়ঙ্কর ক্ষেতি হবে, কিন্তু তা হোক্—

পণ্ডিত—আরে ছো ছো! তুমি ত ভারি ছোটলোক হে! এই সামান্য কাজটুকু কর্‌তেও তোমাদের যত রাজ্যের আপত্তি! আজ যদি জমীদার মশাই আদেশ করেন, এখেনে একটা টোল খুল্‌তে হবে—আমার একশো কাজ থাক্, হাজার কাজ থাক্, আমি অম্নি টোল খুল্‌তে লেগে যাব। কেন? না, এটা আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের উচিত যে ওঁর খাতিরে কিছু ত্যাগস্বীকার করি, হোক্ গে ক্ষেতি, তাতে কি? বিশ্বাস হ'চ্ছে না? রামা! যাওত, এখনি একটা লোক পাঠিয়ে আমার জিনিষগুলো ধাঁ ক'রে আনিয়ে দাওত—আজই টোল বসিয়ে ফেল্‌ছি—চণ্ডী জমীদার মশায়ের সম্মান রাখ্‌তেই হবে।

জমী—কিন্তু এখেনে জায়গার যে বড় অসুবিধে—

পণ্ডিত—কিচ্ছুনা, কিচ্ছুনা—ওর মধ্যেই সুবিধা ক'রে নেব। বুঝ্‌লেন চণ্ডীবাবু, আপনি আমার জন্যে চিন্তিত হবেন না। রামা!

রামা—আবার কেন?

পণ্ডিত—ওই বাইরের বড় ঘরটায় আমার বন্দোবস্ত ক'রে দাওত।

রামা—সেখেনে দেখ্‌লুম দুটি বাবু ব'সে আছেন।

ছুলি—হ্যাঁ হ্যাঁ আমার গাঁয়ের লোক—আপনার বাগানটা দেখ্‌লুম নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে—তাই ওদের ব'লে ক'য়ে এনেছি; ওরা এ বিষয়ে একেবারে এক্স্‌পার্ট! মাইনের জন্য ভাব্‌বেন না—পঞ্চাশ টাকা দিলেই হবে।

বাঘে-ভাল্লুকে

আমেরিকার পুমা-জাতীয় বাঘের সঙ্গে ভাল্লুকের লড়াই। বাঘের দফা শেষ!

পণ্ডিত—যা! বাবুদের হটিয়ে দে! বল্‌গে ওখেনে টোল বস্‌বে।

ভুলি—সিকি! আমার গাঁয়ের লোক! হবুগ্রামের অপমান!

পণ্ডিত—আরে না, না—রামা, দেখিস্ যেন বাবুদের ধমক্‌ধামক্ করিস্‌নে—জমীদার মশায়ের যাতে অখ্যাতি না হয়—মিষ্টি ক'রে বল্‌বি। আর দেখ্ (গলা নামাইয়া) নেহাৎ যদি না শোনে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দিস্!

খেঁটু—শোন্—ঘরটর দিয়ে কাজ নেই—জিনিষপত্রগুলো এনে উঠোনে ফেলে রাখিস্——

পণ্ডিত—আর দেখ্—ওই শব্দকল্পদ্রুমখানা আন্‌তে ভুল হয় না যেন—আর কয়েকখানা মূল্যবান বই আছে—

ভুলি—যেমন কথামালা ধারাপাত—

পণ্ডিত—সেগুলো হারায় না যেন—

কেবল—হ্যাঁ—সেই গানের কথাটা চাপা পড়ে গেল—

রামা—হ্যাঁ হ্যাঁ গানটা হ'য়ে যাক্—তারপর যাব এখন।

কেবল—এখানে বাজিয়ে কেউ নেই?

রামা—আমি বাজাতে পারি—দাও ত পাখোয়াজটা—ধত্তেরে কেটে তাগ্ ঘ্‌ড়ান্ ঘ্‌ড়ান্ নাগেনাগেনাগে নাগে—নাগে দেৎ ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে—কৈ! গান আস্‌ছে না বুঝি?

পণ্ডিত—ইকী! চাকরটা এরকম করে কেন?

জয়ী—পুরোনো লোক কিনা! রামা তুই এখন চুপ কর্—বাবুদের বাধা দিস্‌নে।

রামা—যে আজ্ঞে!

কেবল—(গান) তানানা তাইরে নারে—তারে না তাইরে নারে—তারে না তাইরে নাইরে—না—তানা-ন্না।

রামা—এই যা তাল কেটে গেল।

কেবল—আর কেন? থাম না বাপু!

রামা—কেন মশাই? থাম্‌ব কেন? নাগেদেৎ ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে দেৎ—দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে—

পণ্ডিত—ওহে, জমীদার মশায়ের সাম্‌নে অমন কর্‌তে নেই—আমাদের ন্যায় শাস্ত্রে বলেছে—ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ—বুঝ্‌লে কিনা।

জমী—রামা, তুই একটু কাজে যা——পুরোনো মানুষ কিনা!

তুলি—হ্যাঁ ওস্তাদজি—ওই যে গাইলেন ওটা কী তাল বল্‌ছিলেন?

কেবল—ওটা—ওটা হ'চ্ছে মান্দ্রাজী একতালা।

খেঁটু—সবে একতালা? আহা, যখন চৌতালায় উঠ্‌বে—তখন না জানি কেমন হবে!

রামা—তখন সব কাণে তালা লেগে যাবে।

পণ্ডিত—হ্যাঁ ওস্তাদজি, তাহ'লে আপনার গানটা শীগ্‌গির শেষ ক'রে ফেলুন—আহা, অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত!

রামা—ভারি উচ্চাঙ্গ! সেই আমাদের একজন যা ইমনকল্যাণের আলাপ ক'রেছিল—সেটা পুরোপুরি শিখ্‌তে পারিনি। যেটুকু শিখেছি শুন্‌বেন? আ আ আ……কেউ কেউ কেউ।

জমীদার—রামা!

রামা—যে আজ্ঞে। (দ্বার পর্য্যন্ত প্রস্থান)

কেবল—(গান) হায় রে সোণার ভারত— (ঘটি ও কেষ্টার উচ্চ হাস্য)

ঘটি—হাসিয়ে দিলি যে?

কেষ্টা—হাসিয়ে দিচ্ছিস্ কেন রে?

ঘটি—তুইত আগে হাস্‌ছিলি—

কেষ্টা—যাঃ! আমি কখন হাস্‌লাম—

ওস্তাদ—দেখ্‌লেন মশায়! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কি কাণ্ডটা কল্লে!

খেঁটু—রামা! একে সটাং রাস্তা পা'র ক'রে দিয়ে আয়ত—

রামা—(ওস্তাদকে ধরিয়া) একে?

(ঘটি ও কেষ্টার প্রস্থান)

কেবল—এইও, ইষ্টুপিড্ বেয়াদব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস্!

পণ্ডিত—ইকী! ইকী! কাকস্য পরিবেদনা, গতস্য শোচনা নাস্তিক!

জমী—রামা, তুই একটু কাজে যা দেখি—তুই আমার নাম ডোবাবি দেখ্‌ছি।

(রামা প্রস্থান)

কেবল— হায়রে সোণার ভারত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধূলায় পতিত রইল
যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এত সব ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান

আজকাল তাকেই—কিনা সব অবজ্ঞা করিতেছে, এবং
দেখাচ্ছে সবাই মর্ত্তমান
কোথা সেই তিরিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ
সাড়ে চোদ্দ হাজার মাতৃভক্ত ভারত সন্তান
সহ্য হবে না হবে না তাদের হৃদয়ে
সবাই জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে!

তুলি—এই! seditious!

পণ্ডিত—অ্যাঁ! কি বল্লে? রাজদ্রোহসূচক? অ্যাঁ?

খেঁটু—তবে রে! সিডিশাস্ গান কচ্ছিস্ কেন রে?

তুলি—জানিস্, আমার মামাতো-ভাই গবর্মেণ্টের চাকুরি করে!

খেঁটু—হ্যাঁরে, ওর মামাতো ভায়ের চাকুরি ঘোচাবি কেন রে?

কেবল—আমি ত জান্‌তুম্‌নে—আমি জান্‌তুম্‌নে—

পণ্ডিত—জান্‌তিনে কিরে? কেন জান্‌তিনে? (প্রহার)

কেবল—কী! মার্‌লি কেন রে? ফের মার দেখি! (পুনঃ প্রহার)
এবার মার্‌বিত একেবারে—— (পুনঃ প্রহার)
উঃ! এত জোরে মার্‌লি কেন রে ইষ্টুপিড! দাঁড়া দেখাচ্ছি (পলায়ন)

পণ্ডিত—যা না গাইলেন! গলা শুন্‌লে ছত্রিশ রাগিণী ছুটে পালায়।

তুলি—ওর পেটের মধ্যে ডুবুরি নামালে, গানের 'গ'টা মেলে কি কিনা সন্দেহ!

পণ্ডিত—তোমরা কোত্থেকে এ সব আপদ জোটাও হে? জমীদার মশায়ের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে কি তোমাদের একটুও দৃষ্টি নেই?

খেঁটু—এই তুলিরামটাই ত যত নষ্টের গোড়া, যত রাজ্যের অঘামারা রোখো লোক ডেকে আন্‌বে!

তুলি—বিলক্ষণ! আমি ডেকে আন্‌লাম? আমার সাতজন্মে ওর সঙ্গে আলাপ নেই।

খেঁটু—এত ক'রে বারণ কল্লুম, তবু ডেকে আন্‌লে!

তুলি—না, মশাই! ও নিজে ডেকে এনেছে আমি আদবে কিছু জানিনে!

পণ্ডিত—জাননা, ত জাননা—তা অত গরম হবার দরকার কি? আমাদের ন্যায় শাস্ত্রে বলেছে—"উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসংপ্রয়োগাৎ"।

জমী—এবারে গরমটা কেমন টের পাচ্ছ বল দিখি—

চীনা ছেলে আর তার——

ঘুড়ি। দেখ্‌লে মনে হয়, 'চীনা ছেলে আর তার ঠাকুরদাদা, কিম্বা দাদামশাই।'
ঘুড়ির উপরে বুড়োর ছবিটি সুন্দর ক'রে আঁকা হয়েছে।
ঘুড়ির আকারও ছেলেরই মত!

খেঁটু—আঃ! গরম বলে গরম! আগুন লাগে কোথা—উঃ!

তুলি—আমাদের বেড়ালটা সদ্দি গর্ম্মি হয়ে মারা গেছে—

জমী—এসব বোধ হয় সেই ধূমকেতুর জন্যে—

পণ্ডিত—হ্যাঁ সিদিন আমাদের ওখেনে ধূমকেতুর ন্যাজ্ দেখা গিছিল—

তুলি—কার ন্যাজ্ কে জানে?

খেঁটু—ওঁরই ন্যাজ্ হয় ত!

জমী—ধূমকেতুটা এসে কি কাণ্ডই ক'ল্ল? ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প,

খেঁটু—প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি—

তুলি—পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিসন!

পণ্ডিত—আমি শুনিছি, ওই পানের পোকার খবরটা নাকি সত্যি নয়!

খেঁটু—আল্‌বাৎ সত্যি! নন্দলাল ডাক্তার স্বচক্ষে দেখেছে লোকে পান খাচ্ছে আর মর্‌ছে!

জমী—ঈস্! বল কি হে? তাহ'লে ত কথাটা সত্যি বল্‌তে হবে!

পণ্ডিত—হ্যাঁ—দুরবীণ্ দিয়ে সে পোকা দেখা গেছে—

খেঁটু—কলকেতার সাহেব ডাক্তার বলেছে তার ভয়ঙ্কর তেজাল বিষ।

তুলি—হ্যাঁ—আমি দেখিছি, সাদা মতন আবার ন্যাজ্ আছে। কার ন্যাজ কে জানে!

(রামার দ্রুত প্রবেশ)

রামা—এইরে সেই দাড়িওয়ালা! সেই দাড়িওয়ালা বাবুটা আমায় তেড়ে এসেছিল! উঃ!

সকলে—কি হ'য়েছে! কি হ'য়েছে?

রামা—সেই বাইরের ঘরের বাবুরা—উঃ—আমায় বেদম মারপিট করেছে! একজন ছাগলদাড়ি বাবু আছে, সে আমায় দেখেই হঠাৎ ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে এসেছিল—উঃ!

পণ্ডিত—সিকি রে! তুই ক'রেছিলি কি?

রামা—আমি ত কিচ্ছু করিনি—আমি বল্লুম, এখেনে ঢোল বস্‌বে, বাবুরা যদি একটু অন্যত্তর যা'ন, নেহাৎ যদি না যান, আপনাদের ঘাড়ে ধাক্কা দেওয়া হবে।

তুলি—কী! ভদ্রলোককে এমনি ক'রে insult!

খেঁটু—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

রামা—আমি ত মিষ্টি ক'রে বলেছিলুম—

খেঁটু—ব্যাটা, তোমায় মিষ্টি জুতো না দিলে তুমি সিধে হবে না—

পণ্ডিত—আমার জিনিষপত্রগুলো কি ক'ল্লি ?

রামা—ওই যে, বাইরের উঠোনে ফেলে রেখেছি !

পণ্ডিত—দেখ্‌লেন মশাই, কাণ্ডটা দেখ্‌লেন ?

রামা—ওই বাবুটি যে বল্লেন !

পণ্ডিত—যা, যা, যেখানে হয় শীগ্‌গির বন্দোবস্ত ক'রে দে ! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে এক জায়গায় এম্‌নি লিখেছে—

রামা—বলি ন্যায়শাস্ত্র শুন্‌লে ত আর পেট ভর্‌বে না ! তোমরা কি এইখেনে ব'সেই রাত কাবার কর্‌বে নাকি ? জমীদার মশায়ের কি আর খাওয়া দাওয়া নেই ?

জমী—ওরে রামা, অমন ক'রে বল্‌তে নেই—বাবুদের মান্য করে কথা বলিস্—আর পণ্ডিত মশাইকে কি চোখ রাঙায় ?

রামা—যে আজ্ঞে, প্রাতঃ-প্রণাম পণ্ডিত মশাই !

পণ্ডিত—রামা, নেতাই বাবুর বাড়ী আমার দুই পোড়ো থাকে, তাদের খবর দিস্ ত। (পণ্ডিত খেঁটু ও দুলি প্রস্থান)

জমী—রামা, দেখ্‌ছিস্ ত কাণ্ডটা ?

রামা—আজ্ঞে হ্যাঁ—

জমী—উৎপাত যে বেড়ে চল্ল—কী করা যায় ?

রামা—আজ্ঞে, হুকুম পেলেই সব সাফ ক'রে দি।

জমী—না, না, ওরা আপনা থেকে উঠে যায়, এমন কিছু করা যায় না ? অথচ আমার নিন্দেটা না হয় !

রামা—তাহ'লে ওদের ঘরে লঙ্কার ধোঁয়া দিলে হয় না ?

জমী—দূৎ ! এটাকে কিছু জিজ্ঞেস্ করাই ঝকমারি ! যা, তুই এক কাজ কর্—আমার মামা বাড়ী যা ! সেখেন থেকে কেদার মামাকে ডেকে আন্‌বি—তাকে সব ব'লে ক'য়ে আনিস্ !

রামা—যে আজ্ঞে——

জমী—মামা এলেই সব সিধে ক'রে দেবে—উকীলে বুদ্ধি কিনা !

গান—নাছোড়বন্দা নড়েন না,——

উড়ে আসেন, জুড়ে বসেন, মাথায় কেন চড়েন না ?
নাছোড়বন্দা নড়েন না !
যাবার নামটি করেন না।
ধাক্কা দিলে সরেন না।
——নাছোড়বন্দা নড়েন না।

ক'চ্ছে সবাই যা'চ্ছা তাই—
চাকর ব্যাটা দিচ্ছে গালি হাঁ ক'রে সব খাচ্ছে তাই
ক'চ্ছে সবাই যা'চ্ছা তাই
আস্‌ছে যে কেউ পাচ্ছে ঠাঁই
ইকী রকম হ'চ্ছে ভাই
ক'চ্ছে সবাই যা'চ্ছা তাই !

হলধর

(১)

স্কুলেতে রামের খাতা
চুরি গেল যবে ;
হলধরের বিদ্যেটা
জেনে নিলে সবে।
ক্লাসের মধ্যে অনেকেরই,
কলম, কাঁচি, ছুরি ;
জান্‌ত না কেউ, কেমন ক'রে,
কে যে ক'র্‌ত চুরি !
রামের খাতা চুরি ক'রে,
চোর পড়েছে ধরা ;
ছুট্‌লো সবাই "সার"এর কাছে,
খবর দিতে ত্বরা।

(২)

রাঙিয়ে চোখ, আপ্‌সে, বেত
বিচার করেন "সার"।
বলেন, "হলা, হাতের সাফাই
শিখ্‌লি চমৎকার!"
চতুর সে চোর, কেঁদে বলে,
"সত্যি কথা কই;
ডা'ন হাতটাই নিত ওসব,
আমি দোষী নই!"
ডা'ন হাতেরি সাজা হ'বে,
হুকুম দিলেন "সার,"
সপাং-সপাং প'ড়ল চাবুক,
ডা'ন হাতেতেই তা'র!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীলগিরির টোডা

(ষ্টেটসম্যান্ পত্রিকা হইতে)

নীলগিরি পর্ব্বতের নীচ থেকেই যে উঁচু নীচু প্রদেশ চলেছে, সেই প্রদেশেই জগন্নাথক্ষেত্র এবং সেজন্যই জগন্নাথক্ষেত্রের অন্য নাম "নীলাচল"। এই নীলগিরি পর্ব্বতেই বন্য টোডা জাতির বাস। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে আট শতাব্দি পর্য্যন্ত একমাত্র টোডারাই নীলগিরিতে রাজত্ব করে এসেছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট্ টোডা রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তবে, সাহেবদের বাসের জন্য গভর্ণমেণ্ট্, টোডাদের মত নিয়ে, তাদের কতক জমি কিনে নিয়েছেন—মুক্তি খাজানা দিয়ে। অর্থাৎ যেরূপ কর্‌লে কারও অধীন থাক্‌তে হয় না। এই সব জমি ছাড়া নীলগিরির অন্য সব জমি জায়গা এখনও টোডাদের দখলেই আছে।

টোডাদের চেহারা, পোষাক, চাল চলন, ভাষা প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের অন্য সকল পার্ব্বত্য জাতির চেহারা চালচলন প্রভৃতির বেশ একটু পার্থক্য আছে। টোডারা দেখ্‌তে বরং একটু লম্বাটে-ই, আর তাদের বিলক্ষণ মজবুত এবং বলবান্ গঠন। তাদের মাথায় কাল কোঁক্‌ড়ান চুল, মুখে ঘন কোঁক্‌ড়ান দাড়ি। টোডা স্ত্রীলোকদের চেহারায় তেমন কিছু বিশেষত্ব না থাক্‌লেও, দেখ্‌তে তারা মন্দ নয় আর তাদের মাথায়ও একরাশ চক্‌চকে কাল চুল সেগুলিকে তারা কুঁক্‌ড়িয়ে বেঁধে রাখে। এই রকম কুঁক্‌ড়িয়ে চুল বাঁধ্‌তে রোজ তাদের অনেকটা সময় কেটে যায়। টোডা স্ত্রী-পুরুষ ঠিক এক রকম কাপড় পরে—হোল্‌দেটে কাপড়, তাতে লাল নীল চুড়ি পার। কাপড় এক রকমের হলেও, পরবার কায়দায় তফাৎ আছে—পুরুষেরা পরে আলখাল্লার মত করে, আর মেয়েরা সমস্ত শরীরটাকে কাপড়খানি দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে রাখে।

টোডাদের থাক্‌বার কুঁড়েগুলি বড় অদ্ভুত রকমের। ছবিতে দেখ, মনে হয়,

ঠিক যেন একটা খুব মোটা পিঁপের অর্দ্ধেকটা লম্বালম্বি কেটে নিয়েছে। তাদের কুঁড়ে ঘরে জানালা থাকে না। একটিমাত্র দরজা, তাও এমনি ছোট, যে, হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে হয়। ঘরের ভিতরে, ঠিক মাঝ্‌খানটা একটু উঁচু থাকে—একজন লম্বা লোক বেশ চল্‌তে ফির্‌তে পারে। কুঁড়ের দরজাটি ৩২ ইঞ্চি উঁচু আর ১৮ ইঞ্চি

ওড়া। দরজার উপরে পাতার তৈরি একটা টোকা (ছাতা) ঝুলান থাকে। বড় বড় পাথর জড় করে ঘরের চার্‌দিকে দেয়াল দেয়—দেয়ালটা ফুট দুই উঁচু। এই রকমের ৫।৬টা ঘর নিয়ে এক একটা গ্রাম।

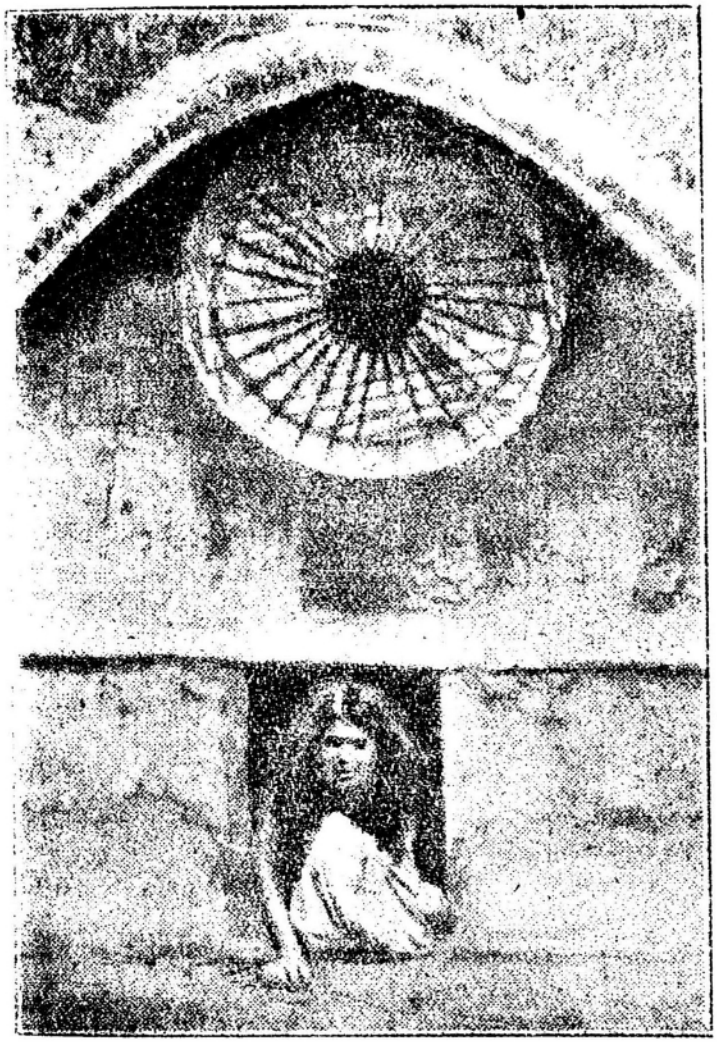

প্রত্যেক গ্রামে একটা দুটো করে ঘর আলাদা করে রাখে, তাদের মহিষের জন্য। টোডারা মহিষ পুষে; সেই মহিষের ঘী, দুধ, মাখন সব—বডাগা, কোটা, কুরুম্বা, ইরুলা প্রভৃতি অন্য পার্ব্বত্যজাতির কাছে বিক্রী করে। বিক্রী ক'রে দাম নেয়না, তার বদলে টোডারা তাদের কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী নেয়। বডাগা জাতি কৃষক, তারা টোডাদের ঘী মাখনের বদলে তাদের ধান যব প্রভৃতি দেয়। কোটা জাতি কামারের কাজ, ছুতারের কাজ প্রভৃতি সব রকমের কাজই কিছু কিছু জানে। টোডাদের ঘী মাখনের বদলে কোটারা তাদের কামার ছুতোরের কাজ করেদেয় এবং কোন টোডার মৃত্যু হলে বিনা পয়সায় গান বাজনার কাজও করে।

টোডারাই হলো পার্ব্বত্য অন্য সব জাতির জমিদার—অন্য সকলেই তাদের অধীন, তাদের খাজনাপত্র দেয়। টোডাদের ধর্ম্ম মত যে কি, সেটা বুঝে উঠা বড় শক্ত। মহিষকে তারা পবিত্র জন্তু বলে মানে, যেমন হিন্দুরা গরুকে মনে করেন। মহিষের ঘরের কাছে মেয়েদের যাবার হুকুম নাই—গোয়ালের সমস্ত কাজের ভার বাড়ীর পুরুষ এবং ছেলেদের উপর।

টোডাদের অভ্যর্থনা নমস্কারের এবং আশীর্ব্বাদ কর্‌বার কায়দা বড় আশ্চর্য্য রকমের। টোডা মেয়ে পথে গ্রামের কোন প্রবীণ লোকের সাম্‌নে পড়্‌লে, তখনি সে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে এবং তার তর্জ্জনী আঙ্গুলটি দিয়ে প্রথমে মাটি, পরে নিজের কপাল, তারপর বৃদ্ধের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি স্পর্শ করে। তখন বৃদ্ধ, তার পা-খানি তুলে মেয়েটির মাথায় ছুঁইয়ে, তাকে আশীর্ব্বাদ করে।

টোডা মহিষগুলো ভারি বিশ্রী জানোয়ার, তাদের মাথায় এই বড় বড় শিং—দেখ্‌লেই ভয় হয়। ছোট্ট টোডা-বালক ছোট্ট একটা লাঠি নিয়ে ২৫।৩০টা দুর্দ্দান্ত মহিষকে চরিয়ে বেড়ায়—একটুও ভয় পায় না। মহিষগুলো সাহেবদের একেবারেই পছন্দ করে না। সাহেব দেখ্‌লেই যখন তেড়ে গুঁতোতে যায়, তখন সাহেবেরা ত প্রাণের ভয়ে অস্থির হন, কিন্তু টোডা-বালকেরা যাই তাদের ছোট্ট লাঠিটি দিয়ে মহিষগুলোকে দুএক ঘা বসিয়ে দেয়, তখনই তারা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তখন সাহেবেরা ভারি অপমান বোধ করেন, তাঁদের লজ্জার সীমা থাকে না।

পুরাকালে সাইদিয়ানেরা যেমন আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিকে সুন্দর কাপড় চোপড় পরিয়ে সাজাত, টোডারাও তাদের মুমূর্ষুদের সেই রকম করে সাজায় এবং তাদের পাশে নানা রকমের খাদ্য সামগ্রী রেখে দেয়। কারও মৃত্যু হলে, টোডারা খুব জাঁকজমক করে মৃতদেহের সৎকার করে এবং দু-একটা মহিষও সেই সঙ্গে বধ করা

হয়—যাতে মৃতব্যক্তির আত্মা পরকালে কোন রকম অভাব অসুবিধায় না পড়ে। উটাকামণ্ড সহর থেকে প্রায় সতের মাইল দূরে "মুকার্টি" পর্ব্বত আছে। টোডাদের বিশ্বাস—মৃতব্যক্তির আত্মা এবং তার মহিষগুলি, এই পর্ব্বতের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে পরকালে চলে যায়।

টোডারা যখন পরস্পর কথাবার্ত্তা বলে, তখন কেমন একরকম অদ্ভুত শব্দ হয়—যেন কেউ জল মুখে নিয়ে কুল্‌কুচো করছে! তাদের ভাষা বড় শক্ত। এপর্য্যন্ত নাকি কেবল একজন মেম পাদ্‌রী টোডাদের ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে গণনায় দেখা গিয়েছে, যে, বর্ত্তমানে মোটে আটশত টোডা নীলগিরিতে আছে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, পার্ব্বত্য বুনোজাতির সংখ্যা যেমন ক্রমেই কমে যাচ্ছে, তেমনি টোডাদের সংখ্যাও যে ক্রমে কমে আস্‌ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। টোডাদের চালচলন বড় মাতব্বরি ধরণের। তাদের মেজাজ বেশ হাসীখুসী, আর, চেনা অচেনা সকলের সঙ্গেই তারা ভাল ব্যবহার করে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

কতগুলি অদ্ভুত জন্তু

আমরা এবং তোমরা মাঝে মাঝে অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তু সাপ, পোকা, মাকড়ের কথা শুন্‌তে পাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই সব জীবজন্তু নাকি পুরাকালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানোয়ারদের বংশধর। তবে অনেক কাল আগে এদের যে চেহারা ছিল, তার অনেক অদল বদল হয়ে গেছে আর আকারও অতি পরিমাণে ছোট হয়ে এসেছে। এমনও হতে পারে যে, আর পাঁচ শ কি হাজার বছর পরে, আমরা যে সব জন্তু দেখছি, তখনকার লোকেরা এই সব কিছুই দেখতে পাবে না—কেবল আমাদের লেখা কেতাবে এই সব জন্তুদের কথা পড়বে, আমাদের তোলা ফটোগ্রাফে এদের ছবি দেখবে—আর হয়ত আমাদের মিথ্যেবাদী মনে করে হাসবে।

আমরা যত রকম জন্তু পোকা মাকড় দেখেছি বা তাদের কথা পড়েছি, তা ছাড়া যে আরো কত রকমের অদ্ভুত এবং নতুন জীবজন্তু আছে, তার সংখ্যা নাই।

আফ্রিকা এবং আমেরিকাতে এখনো এমন সব জঙ্গল আছে, যেখানে মানুষ ত দূরের কথা সূর্য্যের আলো পর্য্যন্ত সহজে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। এই সব জঙ্গলের গাছ গুলিও এক একটি দৈত্যের মতন। এত উঁচু গাছ আছে যে, আমরা কল্পনাও কর্‌তে পারি না। পৃথিবীতে যে কত রকমের কি আছে, তা আমরা বলতে পারি না এবং তা বলা সম্ভবপর নয়, কারণ পৃথিবীর সব জায়গা একেবারে তন্ন তন্ন করে না দেখে কেউ বল্‌তে পারে না কোথায় কি আছে। এই রকম কতকগুলি জন্তুর কথা বলবো—এই জন্তুগুলি হঠাৎ কেমন করে লোকের চোখে পড়ে গেছে।

প্রথমেই ওকাপি নামে এক প্রকার জন্তুর কথা বলি। এক সাহেব আফ্রিকা ভ্রমণ করবার সময় একদল অসভ্যের কাছে শুন্‌তে পান যে, তারা একরকম "গাধা" দেখেছে, এই গাধা কেবল পাতা খায় এবং দেখতে বড় সুন্দর আর অদ্ভুত। কিন্তু এই আফ্রিকা-বাসীরা এর বেশী আর কিছু বল্‌তে পারেনি। কাজেই অনেকে এটাকে গল্প মনে করেন এবং এর সত্যি মিথ্যে খোঁজার চেষ্টাও কেও করেননি। এই

গল্প শোনার পর ক্রমে লোকে এর কথা ভুলে গেল। কিন্তু অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের যাদুঘরের খরচায়, একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এই ওকাপির সন্ধানে আফ্রিকায় এসে পড়লেন এবং নানা কষ্ট সহ্য করে একটি বাচ্চা ওকাপিকে ধরতেও পার্‌লেন। ছবি দেখলে বুঝতে পার্‌বে ওকাপি কেমন অদ্ভুত

দেখতে। আমাদের খুব চেনা, যেমন হরিণ, জিরাফ, জেব্‌রা ইত্যাদি কতকগুলি জন্তুর সঙ্গে এই ওকাপির শরীরের এক একটা অংশের মিল আছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলছেন যে, ইউরোপে পুরাকালের এক প্রকার জন্তুর চিহ্ন প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে—এই ওকাপির সেই জন্তুর সঙ্গে অনেক মিল আছে। এই ওকাপি নাকি বর্ত্তমান সময়ের একটি সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য জন্তু।

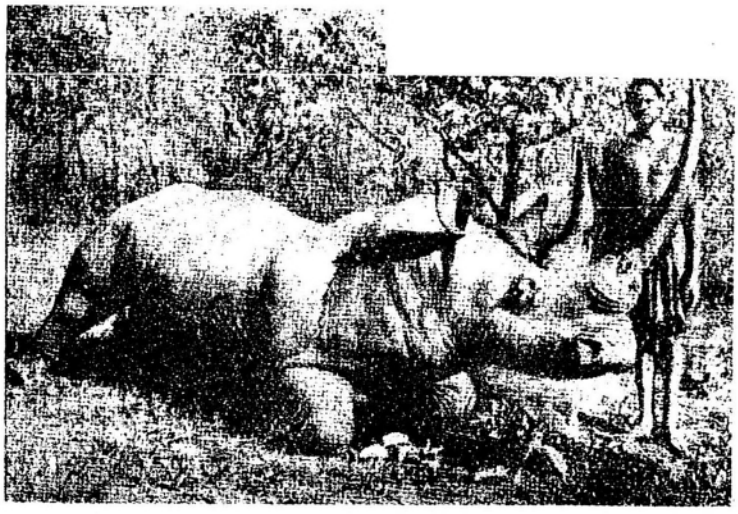

নিউ ইয়র্কের এই প্রাণি-তত্ত্ববিদ, এঁর নাম হচ্ছে ডাক্তার হার্বার্ট ল্যাং—আর একটি বড় অদ্ভুত জন্তু আবিষ্কার করেছেন। জন্তুটি হচ্ছে শাদা গণ্ডার। এই শাদা গণ্ডার স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। এর বাস আফ্রিকার নাইল নদীর পাশের জলা ভূমিতে। অনেকে মনে করেছিল যে, এই জন্তুটির বংশ লোপ পেয়েছে, কিন্তু ডাক্তার ল্যাং বেলজিয়ামের অধিকৃত কঙ্গো দেশে এই শাদা গণ্ডারের একটা প্রকাণ্ড দল দেখ্‌তে পান। এরা সাধারণতঃ ১৫ ফুট লম্বা হয়। এদের আবার নাকের উপরে দুটো করে শিং থাকে—একটার সামনে আর একটা শিং। শিংগুলো নেহাৎ কম নয়, প্রায় পাঁচ ফুট করে লম্বা। শাদা গণ্ডারের জাত দুটো। এক জাতের ছবি দিলাম।

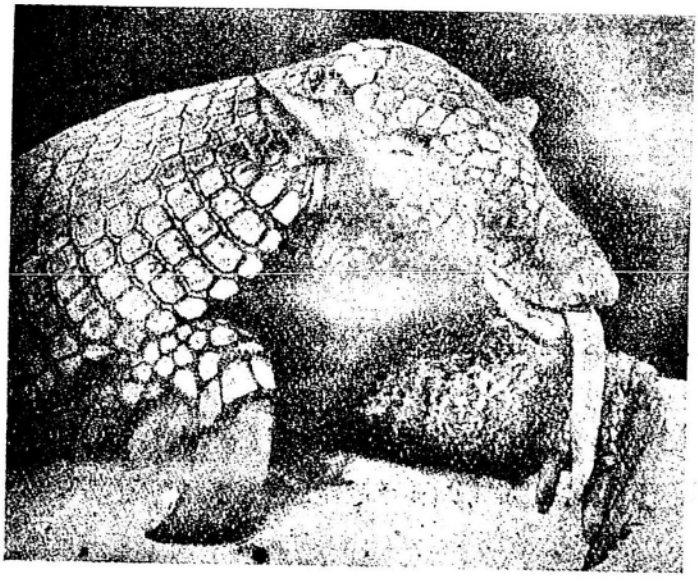

দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনার এক জঙ্গলে আর একটি জন্তু পাওয়া গেছে—এটিও

অদ্ভুত বড় কম নয়। অনেক কষ্ট করে এঁর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এঁকে জীবন্ত ধরা যায়নি, গুলি করে মেরে, তারপর এঁকে ধরা হয়। এই জন্তু আরমাডিলো নামক জন্তুদের জাতভাই। লম্বা ৬ ফুট। চোয়াল ভয়ানক শক্ত, মানুষ মারা যায়। এর ৬৮টি প্রকাণ্ড দাঁত আছে, জীভ ভয়ানক খস্ খসে, বিড়ালের জীভের মতন। পিঠটা দেখ্‌লে মনে হয়, যেন বর্ম্ম পরে বসে আছে। এর পূর্ব্ব পুরুষেরা নাকি বহু হাজার বছর আগে আমেরিকায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত এবং খেলা কর্‌ত। তখন নাকি তাদের আকারও আরো অনেক বড় ছিল। ছবি দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে এদের দেখ্‌তে কেমন, এবং এদের থাবাগুলি কেমন সুন্দর। এই আরমাডিলোরা পুরাকালের গ্লাইপ্‌টডন নামক জন্তুদের বংশধর। এই গ্লাইপ্‌টডন্‌রা আবার পাইরোডন্‌টেস্ নামক জন্তুদের বংশধর—অনেক খোঁজাখুজি এবং পরীক্ষার পর প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা এটা আবিষ্কার কর্‌তে পেরেছেন। এই সমস্ত জন্তুদের চিহ্ন আমেরিকার অনেক স্থানের পাথরে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জন্তুরা একটা হাতীর চেয়েও পাঁচ ছয় গুণ বড় ছিল, কিন্তু তাই বলে মনে করো না যে, তাদের এক মাইল যেতে আট দিন লাগ্‌তো। তারা সব বিড়ালের মত লাফ ঝাঁপ করে বেড়াত।

অষ্ট্রেলিয়াতে নানা প্রকার অদ্ভুত পশু পক্ষী দেখা যায়। অনেক রকমের সরিসৃপও এখানে দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার এক রকম গিরগিটির ছবি দিলাম। এরা আমাদের দেশের গোসাপজাতীয়। ছবিতে দেখ গিরগিটি দুটি মহা যুদ্ধে ব্যস্ত। একটি না মরা পর্য্যন্ত এ যুদ্ধ থাম্‌বে না। পরের বারে আরোকতগুলি অদ্ভুত জন্তুর কথা বল্‌বার ইচ্ছা থাক্‌ল।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

পিঠে ভাগ

১। হাবু, "কিরে খেঁদি, কি ভাব্‌ছিস্?" খেঁদি, "মা চারটা পিঠে দিয়েছিল, বলেছিল 'তুই আর গেঁদি সমান ভাগ করে খা' একটা পিঠে মাটিতে প'ড়ে গেল। কি করে সমান ভাগ করি?"

২। হাবু, "তার আর মুস্কিল কি? এই নে, এবার সমান ভাগ কর।"

রাজার সৈনিক

সে অনেক বৎসরের কথা; তখন ইংলণ্ডের রাজার উপর দেশের একদল লোক ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছিল। সে জন্য, সে সময়ের ইংরেজ সৈনিকদের একদল ছিল রাজার পক্ষে তাদের লোকে রাজার সৈন্য বল্‌ত, অপর দলকে "রাউণ্ড হেড" (গোলমাথা) বল্‌ত, কারণ তাদের চুল ছাঁটা থাক্‌ত আর রাজার সৈন্যেরা লম্বা চুল রাখ্‌ত।

এই সময় রাজার দলে মিঃ ডেভন নামে একজন লোক ছিলেন। একদিন হঠাৎ একদল রাউণ্ড হেড তাঁর বাড়ী চড়াও করে জানালা দরজায় দুম দাম গুলি ছুঁড়ে ফুটো করে দিল। তার পর, মিঃ ডেভনের লোকেরা যখন ভিতর থেকে তাদের গুলি মার্‌তে লাগ্‌ল তখন তারা বাইরের ঘরে আর আস্তাবলে আগুন

লাগিয়ে দিল। মিঃ ডেভন তখন তাঁর ছোট্ট মেয়ে মার্জেরীকে কোলে নিয়ে বাইরের দিকে ছুট্‌লেন, কিন্তু পথে শত্রুর গুলি লেগে পড়ে গেলেন। ততক্ষণে রাজার দলের সেনাপতি আরও সৈন্য নিয়ে তাঁদের উদ্ধার করতে এসে পড়েছেন। তাঁরই একটি সৈন্য তাড়াতাড়ি মার্জেরীকে কোলে তুলে নিল। তাঁরা মেয়েটিকে কোথায় রাখবেন কিছুই ঠিক কর্‌তে পারছিলেন না; মার্জেরী নিজেই বল্ল "কেন, হিউগো দাদার কাছে থাক্‌ব।" তাই তার দাদা হিউগো যে সৈন্যদলে কাজ কর্‌ত সেখানেই মার্জেরী থাক্‌তে লাগ্‌ল আর তাদের সেনাপতির স্ত্রী তার দেখা শোনা করতেন। মার্জেরীকে সবাই খুব আদর কর্‌ত, সৈন্যেরা তাকে দেখলেই কত খেলা কর্‌ত, কত মজা দেখাত।

একদিন সৈন্যেরা ঘরে বসে গল্পগুজব কর্‌ছে, এমন সময় মার্জেরী সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল "হিউগো কই, তাকে এক্ষুণি চাই।" একটি সৈনিক তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বল্ল "কোথায় ছিলে ধন, এতক্ষণ যে একবারও তোমাকে দেখ্‌তে পাই নি?" অন্য একটি অল্প বয়সের সৈনিক তার দিকে এগিয়ে এসে বল্ল, "এই দেখ কি সুন্দর বাঁশী তোমার জন্য তৈরী করেছি; যদি কোন দিন তোমার বিপদ হয় তা হ'লে এই বাঁশী বাজালেই আমরা দল শুদ্ধ সৈন্য তোমার সাহায্যের জন্য হৈ হৈ করে এসে পড়ব।" বলেই সে এত জোরে বাঁশীটা বাজাল যে তাদের ক্যাপ্টেন ঠাট্টা করে বল্লেন "ইঃ! কানে তালা লেগে গেল! শীগ্গির থাম্ না হলে তোকে এই দোতলা থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দেব!" মার্জেরীর এমন বাঁশী দেখে খুবই

আনন্দ হ'ল; সে তাড়াতাড়ি সেটা গলায় পরে নিয়ে বল্ল "সত্যিই যখনই তোমাদের দরকার হবে, আমি অমনি বাঁশী বাজাব। কি মজাই হবে!" তারপর ক্যাপ্টেনের কোল থেকে তাড়াতাড়ি নেমেই বল্ল "আমার কিন্তু এক্ষুণি হিউগোকে চাই।" ক্যাপ্টেন বল্লেন "এখন ত তার সঙ্গে দেখা হবে না, সে সেনাপতি সাহেবের ঘরে খুব দরকারী কাজে গেছে।" "তা যাক্ গিয়ে" বলেই মার্জেরী তার ঘরের দিকে ছুট্‌ল। ক্যাপ্টেন তখন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন "মার্জেরীর যখন দরকার তখন সেনাপতিও তার কাজ করে দিতে বাধ্য!"

মার্জেরী বারান্দার কাছে গিয়েই দেখ্‌ল সেনাপতি আর তার দাদা সেইদিকেই আস্‌ছেন। তখন সে ছুটে গিয়ে সেনাপতির হাত ধরে আব্দারের সুরে তাঁকে বল্ল "আমিও হিউগো দাদার সঙ্গে লর্ড লুসির বাড়ী যাব। সেখানে নাকি একটি ছোট্ট মিষ্টি খোকা হয়েছে? হিউগো ত বলেই ছিল আর একবার যখন সেখানে কাজে যাবে তখন আমাকে নিয়ে যাবে"—এতগুলি কথা শুনে সেনাপতি হো হো ক'রে হেসে বল্লেন "বটেই তো! কিন্তু আমরা ত কোন দরকারী চিঠি পত্রের সঙ্গে মেয়েদের পাঠাই না!"

মার্জেরী বল্ল, "আমি ত মেয়ে নই, আমি ঠিক ছেলেদের মতই ঘোড়ায় চড়্‌তে পারি; সেদিন হিউগো ত তাই বল্‌ছিল—আর আমিও ত রাজার একজন সৈনিক"।

সেনাপতি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "রাজার সৈনিক যখন, তখন দেখো আমার চিঠি পত্র যেন শত্রুর হাতে না পড়ে!" এই বলে তিনি হিউগোকে কাছে ডেকে বল্লেন, "ফেনউইক ত

খুব বেশী দূরেও নয়, আর ওদিকে শত্রুদেরও কোন খবর পাইনি। এই কয়েক মাইল মার্জেরীকে বেশ নিয়ে যেতে পার; আর পরে হয়ত তাকে নিয়ে যাবার সুবিধা নাও হতে পারে।" মার্জেরীও ত তাই চায়!

সন্ধ্যার সময় মার্জেরী খুব গরম জামা কাপড় পরে, অন্য দুজন সৈনিককে নিয়ে তার দাদার সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে রওয়ানা হো'ল। সেদিন বেশ সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল, দূরে গাছ পালা ঠিক যেন মানুষের ছায়ার মত দেখাচ্ছিল কিন্তু মার্জেরীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই; সে তার দাদাকে বার বার বল্‌ছিল তার ঘোড়ার সঙ্গে রেস্ লাগাতে। দাদা একটু হেসে বল্ল, "মনে কর হঠাৎ যদি আমাদের শত্রুরা তাড়া করে, তখন ঘোড়া বেচারাকে কত ছুট্‌তে হবে।" একথা মুখে বল্ল বটে কিন্তু শত্রুর জন্য তার কোন ভাবনাই ছিল না; সে ভাবছিল এখনও অনেক মাইল যেতে হবে; ঘোড়াগুলি মিছামিছি ক্লান্ত হয়ে পড়্‌বে।

তার কথাটা দাদা গ্রাহ্য কর্‌ল না দেখে মার্জেরী আব্দার ধর্‌ল,—তার নিজের বুক পকেটে সেনাপতির চিঠি সে রাখ্‌বে, তাহ'লে তার মনে হবে সে সত্যিই রাজার বিশ্বাসী সৈনিক।

প্রথমে হিউগো আপত্তি কর্‌ল, তারপর ভাবল, মার্জেরী যখন তার সঙ্গেই রয়েছে, তখন তার পকেটে চিঠি রাখ্‌লে কোনই ভয় নেই, বরং বেচারা মনে মনে খুব খুসীই হবে। তাই সে চিঠির মোটা তাড়াটা বের করে মার্জেরীর ফ্রকের পকেটে রাখ্‌ল। তার উপরে মার্জেরী নিজের গরম কোটটা খুব ভাল করে ঢেকে নিয়ে বল্ল, "এবার আমি সত্যিই সৈনিকের মত রাজার কাজ কর্‌ছি।" তার ভাইএর সঙ্গী দুজনও তাদের সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠ্‌ল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপুষ্পলতা রায়

বৈশাখের পুরস্কার প্রতিযোগিতা

এই প্রতিযোগিতায় গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের আশাতীত উৎসাহ দেখা গিয়াছে। আড়াই শতেরও অধিক গ্রাহক গ্রাহিকা ছবি আঁকিয়া পাঠাইয়াছেন। অনেকেই ভাল রং দিয়াছেন এবং সেই জন্যই কয়েকটি অতিরিক্ত পুরস্কার দিতে বাধ্য হইলাম। কাহারও নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। এবার যাঁহারা পুরস্কার পান নাই, চেষ্টা করিলে তাঁহারাই ভবিষ্যতেহয় তো কত পুরস্কার পাইতেপারেন। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ছবি আঁকিয়া পাঠাইয়া আমাদের উৎসাহ দিয়াছেন।

আষাঢ়ের "সন্দেশ"এ একটি নূতন পুরস্কার প্রতিযোগিতা থাকিবে। আশা র, গ্রাহকগণ আরও বেশী উৎসাহের সহিত এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিবেন।

বৈশাখের প্রতিযোগিতার ফল

শষ পুরস্কার (লজঞ্চুষ)

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ম পুরস্কার—শ্রীযুক্ত শ্বেতকেতু বসু (গ্রাহক নং ৫০৫৪)

ীয় পুরস্কার—শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী (গ্রাহক নং ৫৯৩২)

ীয় পুরস্কার—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী (গ্রাহক নং ৫১৪৮)

তরিক্ত পুরস্কার (ছবি) ঃ—

(১) শ্রীমতী উষাবালা ধর, (গ্রাহক নং ৩৭৭)। (২) শ্রীমতী সুষমা সেন ৬৭৮৪)। (৩) শ্রীমতী সুলতিকা দত্ত, (নং ৭৪১৬)। (৪) শ্রীমতী অঞ্জলী গুপ্তা, ৭৭৭৯)। (৫) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল সিংহ, (নং ৭১৪৬)। (৬) শ্রীযুক্ত লন্দ্রমোহন বসু, (নং ৬৪১৯)। (৭) শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ঘোষ (নং ৬২৭১)। (৮) ুক্ত অর্ণবকুমার বসু, (নং ৬৬৫৩)। (৯) শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার গুপ্ত, (নং ৬৮৬৮)। ০) শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, (নং ৬৫৭০)।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের আঁকা ছবি, পুরস্কারের যোগ্য না লেও, বেশ সুন্দর হইয়াছে ঃ—

(১) শ্রীমতী বাণী খাস্তগির, (গ্রাহক নং ৬৩১৯)। (২) শ্রীমতী সীতা লাল, শ্রীমতী কমলা চাটার্জ্জি, (সি ৭০০)। (৪) শ্রীমতী অমিয়া ধর, (নং ৬১৯১) : শ্রীমতী দেবরাণী দেবী, (নং ৭৩৬৮)। (৬) শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার চৌধুরী, ং ৩২৪৪)। (৭) সেক্রেটারী, রীডিং ক্লাব, নর্সিং হাই স্কুল, (নং ৬৪৪৯)।) শ্রীযুক্ত হর্ষবর্দ্ধন সরকার। (৯) শৈলেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, (নং ১১৯৯) ১০) প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (নং ৫৯৭৮)। (১১) সুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য, (নং ৭৭৭৪)। ১২) রবীন্দ্রনাথ দত্ত, (নং ৭৩১৮)। (১৩) সত্যরঞ্জন সেন, (নং ৬৬৩৮)। ১৪) শ্রীপত সিং দুগার (নং ৬৯১৮)। (১৫) হিমাংশুশেখর ঘোষ (নং ৬৯৯১)।

৭ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে পুরস্কারগুলি পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

"সন্দেশ" সম্পাদক।

নূতন ধাঁধা

অঙ্কে শূন্য পূরণ

[কোন শব্দ না বসাইয়া কেবল অঙ্ক দিয়া শূন্য পূরণ করিতে হইবে]।

শুধু কালে ভদ্রে ——, আমি প্রতিদিন
নিজে হাতে দুধ ——, হে ভাই য- ——। (১)
পাইবে দেখিতে মোর —— -এ গেলে আজ,
—— ফেলে কে'মনে পুকুরে ধরি মাছ। (২)
—— -লা যখন রাতে ঘরে ফিরে ——,
—— -য়াঁ রাগিণী ধরি, কিংবা জোরে কাশি। (৩)
অত টাকা ——? তোর-ই যে পুত্তুর
হবে তা'র শ্বশুরের বিষম ——।
ওরে ভাই, থাকা চাই সীমা যে ——;
বাপের —— -ন ভঙ্গে দুঃখ ত কনের-ও। (৪)
—— -ড়ার রসে জামা—— -কে যায় গায়;
দূরে যায় লোক, সেই রূপের —— -টায়। (৫)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

নাম

বৈশাখের ছবিগুলিতে নিম্নলিখিত নাম বোঝাতে পারে:—

১। নলিনী, মৃণালিনী, পঙ্কজিনী, সরোজিনী, কমলিনী, শতদল, উৎপল প্রভৃতি।

২। বাণী, জ্ঞানদা, সরস্বতী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভারতী, সারদা, বাগ্দেবী, কমলবাসিনী, শতদলবাসিনী, অম্বুজবাসিনী, বীণাবাদিনী, বীণাবতী, বীণাপাণি প্রভৃতি।

৩। দুর্গা, পার্ব্বতী, গৌরী, উমা, গিরিবালা, গিরিজা, অম্বিকা, শঙ্করী, হরমোহিনী, শিবানী, অন্নদা, অন্নপূর্ণা, ভগবতী, বিশ্বেশ্বরী, সতী, কাত্যায়নী, দাক্ষায়নী, শৈলজা, হৈমবতী, ভৈরবী, জগদ্ধাত্রী, জগদম্বা, শর্ব্বানী, শিবপ্রিয়া, শক্তি, মহাদেবী, ত্রিনয়না প্রভৃতি।